হৃদয়ে যতনে রাখি

—সুব্রতা সাহাবসু

ঋতুরাজের চলাফেরা ঠিক রাজার মতই। তার প্রতীক্ষায় মানুষ দিন গোনে। তারপর হঠাৎই তার বার্তা পৌঁছে যায় দিকে দিকে 'বসন্ত এসে গেছে'। অথবা নচিকেতার সুরে সুর মিলিয়ে মন গাইতে চায় – 'তুমি আসবে বলেই এত আনন্দ, এত গান।' এভাবেই বসন্তকে চিনে এসেছি এতকাল। যেমন করে চিনেছিলাম তোমাকে। এক পরিবারের মেয়ে থেকে অন্য পরিবারে বধূ হয়ে আসার মুহূর্তে বরণডালা হাতে বরণ করে হাত ধরে ঘরের মধ্যে এনে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলে। বড়দিদির সেই স্নেহের উত্তাপের উষ্ণ স্পর্শ আজও সযত্নে রাখা আছে। যৌথ পরিবারে যখন বড়বৌ হয়ে এসেছিলে তখন আমি স্কুলের গন্ডীতে। আমার সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধবার অনেক আগেই ভরা সংসারে তোমার মানবীমন অনেকগুলো মানুষের সাহচর্যে সুখে দুখে, সংসারের দায়দায়িত্ব নিয়ে চলার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যৌথ পরিবারে যেমনটা হয় তেমনই জীবনের বাঁকে বাঁকে কিছু যেমন হারিয়ে ফেলেছিলে, তেমনই অনেককিছু দুহাত ভরে গ্রহণ করেছিলে। এসব ঘটনার সাক্ষী হিসাবে আমি হয়তো ছিলাম না তবু তোমার কথার ছলে, তোমার স্বীকারোক্তিতে, এ পরিবারের প্রতি তোমার ভাবনায় বারংবার প্রকাশ পেয়েছে কিছু হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণার থেকেও অনেক সম্পর্ককে ভালবেসে কাছে আনার আনন্দ। বিয়ের পর সন্তানবতী হয়েও সে সন্তানকে আঁতুরঘরেই হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণাবোধ তোমাকে প্রতিদিনই রক্তাক্ত করেছে। তবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রবি ঠাকুরের গান তোমার সে যন্ত্রণার ক্ষতে প্রলেপ বুলিয়েছে। তোমার মুঠোফোনে তোমাকে ডাকলে তাই বেজে উঠতো – ''তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।''

ঠাকুরের পুজোতে তোমার তৈরী করা সুস্বাদু ভোগের থালা, নাড়ু, মোয়া, ক্ষীরের মিষ্টির জন্য দেবতার সঙ্গে সঙ্গে পুজোয় উপস্থিত সকলের প্রতীক্ষা থাকত। পুজো শেষে ঘরভর্ত্তি মানুষজন থালার পর থালা সাজিয়ে প্রসাদ খাবার আছিলায় আরও কাছাকাছি আসতাম আমরা। কখনো শাসনে, কখনো আদরে সোহাগে বাঁধা পড়ে যেতাম। তোমার চরিত্রের বড় গুণ ছিল নিয়মানুবর্তিতা। একথা বারবার বলেছি অনেকের কাছে যে তোমার প্রতিদিনকার প্রত্যেকটি কাজ চলত ঘড়ি মিলিয়ে। সে ভোরই হোক বা রাত তোমার কাজকর্ম দেখে চোখ বুজে অনায়াসে তখনকার ঘড়ির সময় বলে দেওয়া যেত। ছেলেমেয়েদের আধিপত্যও ছিল তোমার ঘরে। ওদের যাবতীয় আবদার মেনে নিতে নিজের বিশ্রামের সময়টাকে উপেক্ষা করে। বাড়িতে আসা অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে তোমার সাজানো গোছানো ঘরটাতে ছিল আমাদের প্রত্যেকের অবাধ বিচরণ। যতই রাগ হোক, কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কখনো দূরে ঠেলে দাওনি। তোমার সঙ্গে

গল্পে কখনো সাংসারিক কূটকচালি প্রধান হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গ হয়তো উঠেছে কিন্তু তা সরিয়ে সংস্কৃতিচর্চ্চাই হয়েছে বেশি করে।

ভুলব কেমন করে যখন জন্মদিনের সকালে প্রণাম করবার পরই লুচি, তরকারি আর পায়েসের থালা হাতে দিতে। কোন একজন নয় প্রত্যেকেই এর অংশীদার ছিল।

এবারেও বসন্ত এল। তবে অনেকটাই অচেনা, বিবর্ণরূপে। এত হাসি, আনন্দ, গান কোথায় যেন হারিয়ে গেল। ঠিক তোমারই মত। ঠিকানা না রেখেই নিরুদ্দেশে পাড়ি দিলে। নিঃশেষিত বসন্তের রেশটুকু নিয়ে চিরশান্তির দেশে যাবার পথে বসন্তের ছড়িয়ে থাকা পলাশের মত ছড়িয়ে গেলে তোমার স্মৃতি, তোমার আবেগ আর গানের সুর।

আর ঐ মহৎ ভাব ছড়িয়ে যায় আমাদের চেতনায় যা আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে আনন্দ আস্বাদনের পিপাসা।